ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৮৭৮

আগরতলা, ১৫ নভেম্বর, ২০১৮

ষষ্ঠ উত্তর-পূর্বাঞ্চল যুব উৎসবের উদ্বোধন
উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যুবকদের আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈচিত্র্যময়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক ঝলক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে আজ থেকে আগরতলায় শুরু হয়েছে চারদিনব্যাপী ষষ্ঠ উত্তর-পূর্বাঞ্চল যুব উৎসব। এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শক্তিশালী উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা দেশ গঠন করার জন্য যুবক-যুবতীদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

এই উৎসব ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় এ নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের যুবক-যুবতীরা এই উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য এখানে পৌঁছে গেছেন। দুপুরে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে প্রতিযোগী প্রতিযোগিনীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি উমাকান্ত মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহরবাসীর দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এরপর শিশু উদ্যানে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই উৎসব আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়ায় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশই হচ্ছে যুব সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। কোনও দেশে যদি এই সংখ্যায় যুব শক্তি থাকে তবে সেই দেশ সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, উত্তর-পূর্বের আট রাজ্যের প্রতিনিধিরাই এই উৎসবে সামিল হয়েছেন। এই অঞ্চলের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাষা, সংস্কৃতি থাকলেও তাদের আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা একই রকম। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষ। এই অঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যই প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতবর্ষকে সবদিক দিয়েই সেরা দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই দেশকে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র বানাতে গেলে শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, বিজ্ঞান সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক নম্বর জায়গায় থাকতে হবে। কোনও ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উন্নয়নের চূড়ান্ত শিখরে নিয়ে যেতে চাইছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর লুক ইস্ট পলিসিকে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যুবকদের আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। খেলাধূলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই এই অঞ্চলকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে এই অঞ্চল থেকেই মেরি কম, দীপা কর্মকার, নিষ্ঠা চক্রবর্তীরা বেড়িয়ে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, সংস্কৃতির অঙ্গনে উত্তর-পূর্বাঞ্চল খুবই সমৃদ্ধ। এই সংস্কৃতি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

***২-এর পাতায়

এই উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর ২২ নভেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক পর্যটন উৎসব এখানে শুরু হচ্ছে। একের পর এক উৎসব এই অঞ্চলে হচ্ছে যা আগে কখনও হয়নি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, আমাদের রাজ্যের ইতিহাস গর্ব করার মতো। আতিথেয়তা এখানকার প্রধান ধর্ম। সমস্ত কিছুতে মুগ্ধ হয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে সাতবার এসেছেন। লোকগান, লোকনৃত্য এখানকার সংস্কৃতির অঙ্গ। এই সংস্কৃতি যেন হারিয়ে না যায় সেদিকে সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি বলেন, সংস্কৃতির প্রসারে রাজ্যের বর্তমান সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। নেশার কবলে পড়ে যুব সমাজ যেন হারিয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব অমরেন্দ্র কুমার দুবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ভুয়সী প্রশংসা করে এই উৎসব থেকে সবাই সুখকর স্মৃতি নিয়ে বাড়ি যাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন। রাজ্যের মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চল খুবই সমৃদ্ধ। প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি রয়েছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি এ কে শুক্লা বলেন, সংস্কৃতি এই রাজ্যের মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব সমরজিৎ ভৌমিক। এই উৎসবকে সফল করে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। ক্রীড়া দপ্তরের সচিব সমরজিৎ ভৌমিক এই বার্তা পাঠ করে শোনান। বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এই উৎসবের সাফল্য কামন করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে আরও এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান, বিশেষ করে ক্রীড়াক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স ইতিমধ্যেই সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংগীত এবং নৃত্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, রাজস্বমন্ত্রী এন সি দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী ফুড হ্যান্ডিক্র্যাফট স্টলের উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী সহ বিশিষ্ট অতিথিবর্গ এই স্টলগুলি ঘুরে দেখেন।

*****